Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 *(Index Copernicus International)*
Volume-IX, Issue-IV, July 2021, Page No.01-10
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

কৃষিকাজে নারীর ভূমিকা: গ্রামীণ ভারতের একটি আর্থ-সামাজিক দৃশ্যপট

অর্জুন সরদার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।
আসিফ সরদার
আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা।

Abstract:

India is a country with an agrarian economy where more than half of the population is involved in agriculture and allied activities. Agriculture is the primary source of livelihood for about seventy percent of India's population. Of these, rural women cover a wide area. Women in rural India perform a pivotal role both in farm and non farm activities. They do all the farm work from day to night. But despite all this, they remain deprived in society. They are neglected. They are not given values, wages and dignity despite of their significant contribution in agriculture. In this research article, we have tried to highlight all these aspects and emphasized on numerous challenges that they face in farming. And finally, we have brought out some solutions to overcome those challenges.

Keywords: ***Women, Agriculture, Rural India, Labour force, Farming***

ভূমিকা: ভারতবর্ষ মূলত একটি কৃষি অর্থনীতির দেশ। ভারতের অর্থনীতি যে দুটি প্রধান স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে তারমধ্যে উল্ল্যেখযোগ্য একটি স্তম্ভ হলো— কৃষি (Agriculture)। ভারতবর্ষের গ্রামীণ অর্থনীতি প্রায় সম্পূর্ণভাবে কৃষি নির্ভর। ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে অর্থনীতির অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জিডিপি) ১৭.৫ শতাংশ অবদান রাখে এই কৃষিক্ষেত্র। ভারতের গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর বিশেষত মহিলারা, যারা কৃষিকাজের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত— কৃষিই হল তাদের জীবিকার প্রধান উৎস। ভারতের জনগোষ্ঠীর ৭০ শতাংশ কৃষি পেশার সঙ্গে যুক্ত। দেশে এই কৃষিক্ষেত্র ৫৫ শতাংশ কর্মক্ষেত্রের সুযোগের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে একটি বিস্তৃতি জায়গা জুড়ে রয়েছে মহিলারা। ভারতের ৮০ শতাংশ মহিলারা যাবতীয় অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের সাথে যুক্ত, যার মধ্যে ৩৩ শতাংশ কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তি (labour force) হিসাবে এবং ৪৮ শতাংশ স্ব-নিযুক্ত কৃষক (self-employed farmer) হিসাবে রয়েছেন। উন্নয়নশীল বিশ্বে ৩৮ শতাংশ মহিলারা কৃষিক্ষেত্রে শ্রমশক্তি হিসাবে রয়েছেন। এবং বেশিরভাগই উন্নয়নশীল দেশে এই মহিলারাই ৬০-৮০ শতাংশ খাদ্য উৎপাদনে ভূমিকা রাখে। ভারতের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, বিশেষত কৃষিকাজে গ্রামীণ মহিলারা বহুবিধ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের উল্লেখ্যযোগ্য ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও, অনেক ক্ষেত্র থেকে তারা বঞ্চিত। তাদের শ্রমের কোনো মূল্য ও মর্যাদা দেওয়া হয় না।

একটি জাতির সার্বিক বিকাশের ভিত্তি হলো সমাজ। আর এই সমাজের কাঠামো সামগ্রিকভাবে নির্ভর করে নারীর অবস্থা ও মর্যাদার উপর। প্রাচীন ভারতে মহিলাদের অবস্থা অনেক ভালোই ছিল। পরবর্তীযুগে, আর্য সমাজেও পুরুষ ও মহিলারা সর্বপ্রকার সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নিতো এবং তাদেরকে সমভাবে দেখা হতো। আদিম যুগে, যখন পুরুষরা খাদ্যের জন্য পশু শিকারে যেত, তখন মহিলারাই স্থানীয় উদ্ভিদকূল থেকে বীজ একত্র করে চাষাবাদ শুরু করতো। আর তখন থেকেই নারীরা শস্য উৎপাদন, কৃষিকাজ, গবাদি পশু পালন, শস্য উৎপাদন, এবং শস্য পরবর্তী কাজকর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। অনেক ঐতিহাসিকরা মনে করেন, মহিলারাই প্রথম শস্য রোপণ করে কৃষির কলা ও বিজ্ঞানের (Art and Science of Farming) সূচনা করেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে নারীর পদমর্যাদার পতন ঘটতে শুরু করল। 'জেন্ডার' শব্দটি সমাজে মহিলা জনসংখ্যক বোঝাতে ব্যবহৃত হতে থাকলো। যে কোনো সমাজে নারীর মুখ্য ভূমিকা হলো— সেই দেশের স্থায়িত্ব, প্রগতি ও দীর্ঘায়িত উন্নয়ন ঘটানো। কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকা সত্ত্বেও প্রাথমিক আলোকপাত করা হয় মূলত একটি জেন্ডার কে, আর তা হলো 'পুরুষ'। পুরুষরা এক্ষেত্রে যাবতীয় সিদ্ধান্তের অধিকারী। অথচ, সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে যে, পুরুষদের তুলনায় নারীরা অধিক কাজ করে কৃষিক্ষেত্রে। এই কৃষিই, মহিলাদের জন্য কৃষিক্ষেত্রে বিভিন্ন কাজের সুযোগ করে দেয়। কৃষিক্ষেত্রে মহিলারা যেসকল বহুবিধ ভূমিকা পালন করে চলেছে, সেগুলি হলো — বীজবপন, চারা রোপণ, জলসেচ, সার ছড়ানো, আগাছা তোলা বা নিড়ানি, চারাগাছ রক্ষণাবেক্ষণ, শস্য কাটা, ফসল ঝারাই করা, ফসল গোলাজাত বা মজুত করা এবং ফসল বাজারজাত করা প্রভৃতি।

এই সকল গ্রামীণ মহিলারা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থান ও পারিবারিক পরিস্থিতির কারণে কৃষিক্ষেত্রে তিন রকম ভাবে কাজ করে থাকেন —

- পারিশ্রমিক নিয়ে
- নিজ জমিতে চাষী হিসাবে যা বিনা পারিশ্রমিকে, এবং
- কৃষিক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন ব্যবস্থার পরিচালনা করে এবং শস্যত্তোর ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে।

কৃষিক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকরা পারিশ্রমিক ও বিনা পারিশ্রমিকে দু-ভাবেই নিযুক্ত হন। গ্রামীণ ভারতে একজন মহিলার কাজ শুরু হয় সূর্যোদয়ের পূর্বেই এবং তা শেষ হয় সূর্যাস্তের পশ্চাতে। কৃষিক্ষেত্র ব্যতীত গৃহস্থালীর বিভিন্ন কাজ (যেমন- রান্না করা, শিশু লালন-পালন করা, পানীয় জল সংগ্রহ করা, জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ ও গৃহ পরিচর্যা প্রভৃতি) এবং তার পাশাপাশি কৃষি আনুষাঙ্গিক (যেমন- পশুপালন, গবাদি পশুর জব কাটা, গো-দহন প্রভৃতি) প্রায় সকল কাজগুলি করতে হয়। কৃষিকাজে এবং কৃষি আনুষঙ্গিক কাজে সংযুক্ত থাকার পিছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো — ক) ভারতের ১৪.৯ শতাংশ পরিবারের প্রধান হলো নারী। এই সকল পরিবারে তাদের মাথার ওপর কেউ নেই, এই সকল মহিলা কেউ বিধবা, কেউ বা ডিভোর্সী , কারোর স্বামী নেই বা ছেড়ে চলে গেছেন। তাই নিজেদের জীবন বাঁচাতে তারা কৃষির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে বেশি মাত্রায়। খ) আরেকটি কারণ হলো- কৃষিক্ষেত্রে আয়ের অনিশ্চয়তার দরুন এবং শহরে আরও বেশি পারিশ্রমিক বিকল্প কাজের সন্ধানে বাড়ির পুরুষেরা 'পরিযায়ী শ্রমিক' -এ রূপান্তরিত হয়ে পড়ছেন। আর বাড়ির মহিলারা তখন সেই স্থান পূরণ করে মহিলা চাষী ও শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন।

কৃষিক্ষেত্রে মহিলারা চাষী ও কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করছেন। আর দিনের পর দিন এই সংখ্যাটি ক্রমশ বাড়ছে, তাই বলা যেত পারে কৃষিক্ষেত্রে 'Feminization of Agriculture' ধারণাটি গুরুত্ব পাচ্ছে। কিন্তু,

এত কাজ করা সত্ত্বেও সমাজে তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। বরং প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদেরকে নানান বৈষম্যের সম্মুখীন হতে হয়। পুরুষদের মতন সমতুল্য কাজ করেও তারা সম মজুরি পায়না। অথচ ভারতবর্ষে মহিলাদের একটি বিরাট অংশ কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। ভারতের অর্থনীতির আয়ের একাংশ আসে এই মহিলাদের শ্রম থেকেই।

কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের প্রতিবন্ধকতা বা সমস্যা:

শ্রম বিভাজন (Division of Labour): কৃষিক্ষেত্রে শ্রম বিভাজন হলো একটি বড় বাধা। এক্ষেত্রে সমাজে নারী ও পুরুষের কাজের স্ব স্ব ক্ষেত্রে ভাগ করে দেওয়া হয়েছে সমন্বয় ও সহযোগিতামূলক কাজের পরিবর্তে। তাদের সক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাদের জন্য সমাজে আলাদা কাজের এক্তিয়ার বরাদ্দ করে রাখা হয়েছে। অর্থাৎ মহিলারা এক্ষেত্রে গৃহস্থ ও বেতনহীন কাজগুলি তারাই করবে। অথচ বাস্তবে কৃষিক্ষেত্রের খুঁটিনাটি বহুবিধ কাজগুলি তারাই করে থাকে।

অধিক শ্রম, কম বেতন (More Work, Less Pay): সমীক্ষা বলছে— বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা অধিক কাজ করে এবং ৮০ শতাংশ কৃষি কার্যাবলী মহিলাদের দ্বারা সম্পন্ন হয়। অথচ এই মহিলারা কখনো বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করেন, আবার কখনো অতি সামান্য পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে পুরুষদের সমতুল্য কাজ করে। অনেক সময় কাজ করেও যথাযথ মজুরী পায় না, যেটি কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের একটি অন্যতম বড় বাধা। ভারতীয় সংবিধানের ৩৯(ঘ) নং ধারায় সমকাজের জন্য সম মজুরির কথা বলা হলেও কর্মক্ষেত্রে তার বাস্তবায়ন ঘটেনি।

লিঙ্গ ভেদাভেদ বা বৈষম্য (Gender Bias): ভারতীয় সমাজে অর্থনীতির সুষ্ঠ বিকাশে একটি বড় অন্তরায় হলো লিঙ্গ বৈষম্য। ভারতের নারী পুরুষ লিঙ্গ অনুপাত প্রায় সমান হলেও কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের নানান সমস্যার সম্মুখীন পড়তে হয়। কর্মক্ষেত্রে নিয়োগ ও পদোন্নতি উভয় ক্ষেত্রেই বৈষম্যের শিকার হতে হয়। কোনো প্রকার কাজে একজন পুরুষ শ্রমিক কে যে মানদণ্ডে নিয়োগ করা হয়, একজন মহিলা শ্রমিক কে সেই মানদণ্ডে নিয়োগ করা হয় না। মহিলাদের জন্য ভিন্ন মানদন্ড তৈরি করে রাখা হয়েছে ভিন্ন কাজের জন্য। এছাড়া বেতনের ক্ষেত্রে বৈষম্যের পার্থক্য টা চোখে পড়ে আরো বেশি করে, বিশেষত অসংগঠিত ক্ষেত্রে। যদিও ভারতীয় সংবিধানের ১৪ নং ধারায় সম অধিকার, ১৫(১) নং ধারায় কোনরকম বৈষম্য না করার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এখনো অবধি মহিলাদের প্রতি সমাজে বৈষম্য বিদ্যমান।

অশিক্ষা ও দারিদ্রতা (Illiteracy and Poverty): গ্রামীণ ভারতে মহিলারা অল্পশিক্ষিত এবং বেশিরভাগই অশিক্ষিত তথা অক্ষরজ্ঞান শূন্য হওয়ায় তাদেরকে কৃষি এবং কৃষি আনুষঙ্গিক কাজে যুক্ত থাকার প্রবণতা বেশি লক্ষ্য করা যায়। অশিক্ষিত হওয়ার দরুন আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার সম্পর্কে তারা অবগত নয়। এছাড়া আরও একটি প্রধান সমস্যা হলো দারিদ্রতা। গ্রামীণ সমাজে প্রতিটি পরিবারের আয় অত্যন্ত সীমিত। মূল আয় প্রধানত কৃষি থেকে। কৃষি ছাড়াও আরও অনেক পেশার সঙ্গে যুক্ত মহিলারা রয়েছেন। মূলত ভগ্নদশাগ্রস্ত পরিবারের হাল ধরতে এবং সন্তানদের মুখে দু-মুঠো অন্ন তুলে দেওয়ার জন্য গ্রামীণ মহিলারাই কৃষিক্ষেত্রে কখনো চাষী আবার কখনো নারী শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকে। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে অনেক সময় তারা বীজ কিনতে পারে না। তাই কম বীজে স্বল্প উৎপাদন হয় এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির গতি আরো শ্লথ হয়ে পড়ে।

অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের শিকার (Malnutrition and Ill-health): গ্রামীণ মহিলারাই বেশিরভাগই অপুষ্টি ও অস্বাস্থ্যের শিকার হয়। প্রায় প্রতিটি পরিবার দারিদ্র্য। চাষ-আবাদ করে থাকে বলেই ঐ দানা টুকু মুখে ওঠে। পুষ্টিকর খাবার তাদের তেমন পেটে পড়ে না। সে কারণে তাদের সন্তানেরাও অপুষ্টির শিকার হয়। পুষ্টির অভাবে মহিলারা অনেক সময় দুর্বল হয়ে পড়ে, এবং কৃষির মত ভারী কাজে অনেক সময় তারা সংযোগ থাকতে পারে না।

সেকালে চাষের পদ্ধতি (Use of Traditional Method of Farming): বর্তমানে সময়ে আধুনিক প্রযুক্তির যুগে দাঁড়িয়ে চিরাচরিত বা প্রাচীন পদ্ধতিতে চাষাবাদ করা অনেকটা ব্যয়বহুল এবং সময় সাপেক্ষ। আধুনিককালে নানান উন্নত যন্ত্রপাতি ও কৃষি সামগ্রীর আবিষ্কার হওয়ার ফলে কৃষিকাজ করা অনেকটা সহজ হয়ে উঠেছে। কিন্তু গ্রামীণ মহিলারা বেশিরভাগই অশিক্ষিত হওয়ার দরুন আধুনিক প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে তারা অবগত নয়। আর যে সমস্ত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম রয়েছে তা আবার পুরুষদের অধীনে এবং সেগুলি ঠিক মহিলাবান্ধব নয়।

ভূমি ও সম্পত্তির ওপর গৌণ মালিকানা (Less Enjoy Over the Ownership of Property and Land): ভারতের ৮০-৮৫ শতাংশ গ্রামীণ মহিলা কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত। অথচ ১৩ শতাংশ মহিলাদের নিজস্ব জমি রয়েছে। বিহারে এই চিত্রটি আরও করুণ। সেখানে মাত্র ৭ শতাংশ মহিলাদের ভূমি অধিকার রয়েছে। ভারতে বেশিরভাগ পরিবারে মহিলাদের কোনো সম্পত্তির অধিকার বা মালিকানা নেই। পৈতৃক অংশ থেকে তারা বঞ্চিত। যদিও ২০০৫ সালে হিন্দু উত্তরাধিকার (সংশোধন) আইন (The Hindu Succession (Amendment) Act 2005) পাশ হওয়ার পর থেকে পিতার সম্পত্তির ওপর নারী পুরুষ সমান ও বৈধ অধিকার প্রদানের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই আইনগুলির ঠিকমতো প্রয়োগের অভাবে নারীরা এখনও বহুক্ষেত্রে জমি ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যার ফলে নিজ জমি না থাকায় কৃষিকাজের ক্ষেত্রে অনীহা দেখা দিচ্ছে। এছাড়া কৃষি এবং তাদের শ্রম থেকে যতটুকু তারা আয় করে, সেই আয়ের উপরও তাদের পুরোপুরি অধিকার থাকে না, এবং অনেক সময় তারা সীমিত অধিকার ভোগ করে ।

সিদ্ধান্ত গ্রহণের ওপর কিঞ্চিৎ নিয়ন্ত্রণ (Little Control over Decision Making): গ্রামীণ মহিলাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ার উপর নিজেদের কোনো অধিকার থাকে না। পরিবারের পুরুষেরা যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী। কৃষিকাজে মতন একটি উৎপাদন ক্ষেত্রে মহিলাদের নিজ ইচ্ছামত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কাজ করতে পারে না— যা কৃষির সুষ্ঠ বিকাশের একটি অন্তরায়।

সরকারী দোলাচল (Government's Indecisiveness): ভারতের কৃষি অর্থনীতির মূল ভীত দাঁড়িয়ে আছে এই নারী শ্রমিকের শ্রমের উপর। অথচ এদের শ্রমের কোনো স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। সরকার ও তাদেরকে অবহেলা করেছে। চাষের উপকরণ ও সামগ্রী কেনার জন্য এদের কাছে পর্যাপ্ত অর্থ থাকে না, তাই ঋণ নিতে হয় অন্যের কাছ থেকে। কখনো সরকারী ব্যাঙ্কে গিয়ে লোনের জন্য আবেদন করে। কিন্তু ব্যাংক গুলিও এদেরকে লোন দিতে চায় না। এছাড়া গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক সুরক্ষা ও উন্নয়নের জন্য যে সকল প্রকল্প (Scheme) গুলি নেওয়া হয়েছে সেগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে, চাষাবাদ করতে গিয়ে তাদের অর্থনৈতিক নানান সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

প্রাকৃতিক দূর্যোগ (Natural Disaster): জলবায়ু পরিবর্তন, জীব বৈচিত্রের হ্রাস, খরা ও বন্যা প্রভৃতি বিপর্যয়ের নেতিবাচক প্রভাব পড়ে কৃষিক্ষেত্রে। ভারতের কৃষিকাজ মূলত মৌসুমী জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল।

কিন্তু এই জলবায়ুর পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া পড়ে কৃষির ওপর। অনিয়মিত বৃষ্টিপাত, এবং প্রয়োজনে অপর্যাপ্ত বৃষ্টি কৃষিক্ষেত্রে বিরাট সমস্যার সৃষ্টি করে।

প্রতিকার বা উপায়:—

- গ্রামীণ সমাজে কর্মক্ষেত্রে যে শ্রম বিভাজন রয়েছে তা মুছে ফেলে তার পরিবর্তে সমন্বয়মূলক ও সহযোগিতার ধারণা স্থাপন করা। কৃষিকাজে নারী ও পুরুষ সমানভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং সকল প্রকার কাজে হাতে হাত মিলিয়ে কাজ করবে। আর তবেই কৃষির প্রবৃদ্ধি হবে।
- গ্রামীণ মহিলাদের কে বেতনের প্রাপ্য টুকু পুরোটাই দিতে হবে, তা কোনো ভাবেই কাটছাঁট করা যাবে না। মহিলা বলে তাকে তার শ্রমের মূল্য হিসাবে অর্ধেক বা কম পারিশ্রমিক দেওয়া যাবে না। নারী ও পুরুষ উভয়কে সম মজুরী দিতে হবে। তবেই কৃষিকাজে মহিলাদের উৎসাহ বাড়বে, আর উৎসাহ বাড়লে উৎপাদনও বৃদ্ধি পাবে।
- সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের ভেদাভেদ মুছে ফেলতে হবে। মহিলারা যাতে কোনপ্রকার কাজের ক্ষেত্রে কোনরকম বৈষম্যের শিকার না হতে হয়, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে।
- গ্রামীণ মহিলাদের মধ্যে শিক্ষার হারকে আরও বাড়াতে হবে। অক্ষর জ্ঞান শূন্য করে তাদেরকে রাখা যাবে না। গ্রামীণ মহিলাদের, বালিকাদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ করে দিতে হবে। তারাই পারে অর্থনীতির হাল ধরতে। মহিলারা শিক্ষিত হলে কৃষির আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার সম্পর্কে তারা অবগত থাকবে। এছাড়া তাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে কৃষি ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অবগত করানো যেতে পারে। এক্ষেত্রে কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্র এবং FPO (Farmer Producer Organization) ভূমিকা পালন এবং সহায়তা প্রদান করতে পারে। দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারকে আরও সক্রিয় হতে হবে। প্রতিটি পরিবারের নূন্যতম আয় নিশ্চিত করতে হবে।

- সেকালের চাষের পদ্ধতি ছেড়ে বর্তমানে কৃষিক্ষেত্রে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে কৃষিকাজকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। আধুনিক যন্ত্রপাতির ব্যবহার ঘটলে কৃষির অভূতপূর্ব পরিবর্তন ও উন্নতি ঘটবে, উৎপাদন আরও বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থ আসবে তাদের হাতে।

- গ্রামীণ মহিলাদেরকে জমি ও সম্পত্তির মালিকানা দিতে হবে। সংবিধানে বা হাতে কলমে অধিকারের কথা ঘোষণা করে দিলেই হবে না, তার বাস্তবায়ন কতটা হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। তাদের নিজেদের জমির ওপর অধিকার থাকলে ফসল ফলানোর আগ্রহ বাড়বে। সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকেও সুনিশ্চিত করতে হবে। মহিলারাই পরিবারের যাবতীয় কাজকর্ম করে যা একটি পুরুষের কাজের তুলনায় ঢের বেশি। তাই সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রেও তাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

- প্রাকৃতিক দূর্যোগগুলির আটকানো বা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা মানুষের হাতে নেই। কিন্তু দূর্যোগ মোকাবিলায় সরকারের উচিত ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর। বিপর্যয়ের কারণে যখন কৃষির ক্ষতি হয়, ফসল নষ্ট হয়— তখন সরকার যেসকল আর্থিক প্যাকেজ বা সহায়তা প্রদান করে থাকেন সেগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে হবে, যাতে তারা আবার উঠে দাঁড়াতে পারে।

চিন্তায়, অবসাদে কোনো কৃষককে যাতে আত্মহত্যা করতে না হয়। সরকারী রিপোর্টে পুরুষ কৃষকদের আত্মহত্যার রেকর্ড থাকলেও নারী কৃষক আত্মহত্যার কোনো রিপোর্ট আমাদের চোখের সামনে আসে না।

- ভারতের কৃষির ভীত আরও মজবুত করতে হলে এবং উৎপাদন বাড়াতে হলে গ্রামীণ মহিলাদের জন্য বিভিন্ন লোন ও বিভিন্ন নীতিতে অন্তর্ভুক্ত করে সেগুলির বাস্তবায়নের উপর বিশেষ জোর দিতে হবে। মহিলারা যাতে ব্যাংকগুলো থেকে সহজে লোন পেতে পারে সেদিকে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। কেননা, ঋণ পেলে তারা তা কৃষিক্ষেত্রে খরচ করবে, ফলে কৃষির-ই উন্নতি ঘটবে। তাই গ্রামীণ মহিলাদের কৃষিকাজে আরও উৎসাহিত করার জন্য বিশেষ বিশেষ ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
- যে সকল Self help Groups (SGHs) রয়েছে সেগুলির সংখ্যা আরও বাড়াতে হবে এবং আরো বেশি সক্রিয় করে তুলতে হবে। আর এক্ষেত্রে সরকারী সংগঠনগুলির পাশাপাশি বেসরকারি সংগঠনগুলোও উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারে। যত বেশি Self help Group গুলি সক্রিয় হয়ে উঠবে, ততই মহিলাদের অর্থের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না এবং ব্যাংকের ঋণের জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।
- নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের উপর বিশেষভাবে জোর দিতে হবে। কেননা এদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রত্যেকের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস করতে পারে। আর তা করতে হলে প্রথমেই যেটি করতে হবে আমাদেরকে তা হল— সমাজে লিঙ্গ অসমতা এবং অর্থনৈতিক অসাম্য কে দূর করা। নয়া উদারনৈতিক মডেল নারীর জন্য আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন করতে হলে আমাদের মানব অর্থনীতির একটি মডেলের দরকার— যা নারী ও পুরুষ উভয়ের এবং সবার জন্য কাজ করবে।
- সর্বোপরি, নারীর শ্রমকে স্বীকৃতি দিতে হবে। কৃষিক্ষেত্রে তাদের অবদানকে কোনোভাবেই অস্বীকার করা যায় না। নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের সুযোগের পরিবেশ তৈরি করে।

সরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ ও কর্মসূচি: ভারত হলো বিশ্বের অন্যতম একটি কৃষিজাত পাওয়ার হাউস। ২০১২ - র তথ্য অনুযায়ী, ভারত হলো বিশ্বের চতুর্থ বৃহত্তম কৃষিক্ষেত্র। বর্তমানে ভারতের স্থান দ্বিতীয়। ভারতে আনুমানিক ১৮০ মিলিয়ন হেক্টর কৃষি জমি রয়েছে, যার মধ্যে ১৪০ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে একটানা চাষ করা হয়। ২০১৩ সালে, ভারত ৩৯ বিলিয়ন ডলার মূল্যের কৃষিজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। ২০১৮-১৯ বর্ষে রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৩৮.৯১ বিলিয়ন ডলার মূল্যের। যদিও বিগত বছরে কৃষিজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। তবে ২০২২ সালের মধ্যে এই রপ্তানির পরিমাণ ৬০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে। আজকের অনেক রাষ্ট্রই এই কৃষিক্ষেত্রের উপর জোর দিচ্ছে। ভারত সরকারও কৃষিতে নারীর অবদান বুঝতে পেরে বিভিন্ন নীতি ও কর্মসূচি গ্রহণ করেছে—

RKVY (Rastriya Krishi Vikash Yojana): রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা ২০০৭ সালে , ২৯ শে মে জাতীয় উন্নয়নশীল কাউন্সিল(এনডিসি) দ্বারা কৃষিক্ষেত্র ও কৃষি আনুষঙ্গিক ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধি অর্জনের জন্য একটি বিশেষ অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সহায়তা (Additional Central Assistance or ACA) প্রকল্প গৃহীত হয়। কৃষিক্ষেত্রে জলবায়ু পরিস্থিতি, প্রাকৃতিক সম্পদ এবং প্রযুক্তিকে আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সংযুক্ত খাতের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য, গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য, গ্রামীণ কৃষি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণের জন্য রাজ্য গুলিকে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে প্রবর্তিত হয়েছিল। ভারত সরকার ২০০৭-'০৮ বর্ষে এই প্রকল্পটি চালু করেছিলেন যা তখন থেকে কার্যকর হয়। দ্বাদশ পরিকল্পনা সময়কালে এই প্রকল্পের প্রয়োগ সংক্রান্ত নির্দেশিকাগুলি (operational guidelines) সংশোধন করা হয়েছে। প্রকল্পের আওতায় কৃষি, উদ্যানতত্ত্ব, পশুপালন, মৎস চাষ, সমবায়, দুগ্ধ, বন ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে প্রকল্প ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করার কথা বলা হয়। ২০১৫-'১৬ বর্ষ থেকে এর অর্থায়ন প্যাটার্নটি (৬০:৪০) পরিবর্তন করা হয়েছে।

NFSM (National Food Security Mission): জাতীয় খাদ্য সুরক্ষা মিশন ২০০৯ সালের ২৯ শে মে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ (এনডিসি) এর ৫৩ তম সভায় চাল, গম এবং ডালের সমন্বয়ে খাদ্য সুরক্ষা মিশন চালুর জন্য প্রতি বছর ধানের বার্ষিক উৎপাদন দশ মিলিয়ন টন, গমের আট মিলিয়ন টন এবং ডালের ক্ষেত্রে দুই মিলিয়ন টন বৃদ্ধি করার প্রস্তাব গৃহীত হয় একাদশ পরিকল্পনার (২০১১-'১২) সমাপ্তির পূর্বে পর্যন্ত।

NHM (National Horticulture Mission): জাতীয় উদ্যান মিশন হলো ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত একটি উদ্যান প্রকল্প। ২০০৫-'০৬ সালে দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কালে এটি চালু হয়। এই প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার ৮৫ শতাংশ ও রাজ্য সরকার গুলিকে ১৫ শতাংশ অনুদান দেওয়ার কথা বলা হয়। এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য হল— রাজ্যে সর্বাধিক সম্ভাব্য উদ্যান বৃদ্ধি এবং সমস্ত রকম উদ্যানজাত পণ্যগুলির (যেমন- ফলমূল, শাকসবজি, ফুল, কোকো, কাজু বাদাম, মশলা, ঔষধি সুগন্ধযুক্ত গাছ প্রভৃতি) উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

IWDP (Integrated Watershed Development Programme): ইন্টিগ্রেটেড ওয়াটারশেড ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম (আইডাব্লুডিপি) এর উদ্দেশ্য হলো উৎপাদনশীলতা বাড়ানোর জন্য একীভূত জঞ্জালভূমি উন্নয়ন ঘটানো এবং গ্রামীণ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে সকল পর্যায়ে জনবসতি উন্নয়ন কর্মসূচিতে জনগণের অংশগ্রহণের বিষয়বস্তু বাড়ানো। দারিদ্র্য, পশ্চাৎপদতা, লিঙ্গ ও সমতা বিবেচনায় রেখে বর্জ্য ও অবনমিত ভূমির উৎপাদনশীলতা উন্নয়নের জন্য এই কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে ইন্টিগ্রেটেড বর্জ্যভূমি উন্নয়ন কর্মসূচি। মূলত অ-বনজ অঞ্চলে জঞ্জাল ভূমির বিকাশ, জমির অবনতি রোধ করা এবং দেশের বর্জ্য ভূমিগুলিকে স্থায়ীভাবে ব্যবহারের পক্ষে রাখা এবং জৈব-প্রাপ্তির পরিমাণ বৃদ্ধি করা, বিশেষত জ্বালানি কাঠ, চরাঞ্চল, ফল, ফাইবার এবং ছোট কাঠের বর্ধন করা। এই প্রকল্পটি ১৯৮৯-'৯০ সাল থেকে কার্যকর হচ্ছে এবং জাতীয় বর্জ্য উন্নয়ন বোর্ডের সাথে এই বিভাগে রয়েছে। অ-বনজ বর্জ্যভূমির উন্নয়ন এই প্রকল্পের আওতায় নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে জঞ্জাল জমি উন্নয়নের উপর অব্যাহত রয়েছে। আইডাব্লুডিপি ১৯৮৯-'৯০ সাল থেকে জমি অবনতি পরীক্ষা করা, বর্জ্যভূমি টেকসই ব্যবহারের জন্য স্থাপন এবং জৈব-জনসাধারণের প্রাপ্যতা বৃদ্ধি, বিশেষত জ্বালানী, কাঠ এবং চারণ বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করছে।

BRGF (Backward Regions Grand Mission): BRGF হলো ভারত সরকার দ্বারা গৃহীত একটি প্রকল্প যা পিছিয়ে পড়া অঞ্চলের উন্নয়নের কথা বলে। ২০০৭ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী

মনমোহন সিং কতৃর্ক প্রকল্পটি চালু হয়। এই প্রকল্পের আওতায় ২৭ টি রাজ্যের ২৫০ টি (বর্তমানে ২৫৪) জেলাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রকল্পটির স্বল্পমেয়াদী লক্ষ্য হলো— পিছিয়ে পড়া অঞ্চলগুলির পরিকাঠামো সুবিধাগুলির বৃদ্ধি ঘটানো এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গুলোকে আরও উন্নয়ন পরিকল্পনা গড়ে তুলতে সাহায্য করা। এবং দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা হল— সামগ্রিকভাবে পিছিয়ে পড়া এমন কোনো অঞ্চলের বা জেলার সংখ্যা হ্রাস করা, দারিদ্রতা দূরীকরণ এবং সেই অঞ্চলের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ঘটানো।

এছাড়া, ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণের ব্যবস্থা পেতে জাতীয় কৃষি ও গ্রামোন্নয়ন ব্যাংক (**NABARD**) গঠন করা হয়েছে। PM-KISAN (The Pradhanmantri Kisan Samman Nidhi) যোজনায় ২৪.২৫ শতাংশ মহিলারা সুবিধা পেয়েছেন। ২০১৮ সালে ভারত সরকারের বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয় কৃষিজাত রপ্তানি নীতি (Agricultural Export Policy) প্রবতর্ন করেন, যার উদ্দেশ্য হলো ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় দ্বিগুণ বাড়ানো। এছাড়া ভারত সরকার কৃষির যান্ত্রিকীকরণ ও সেচ ব্যবস্থার প্রতি বিশেষ জোর দিচ্ছে। রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রতি বছর ১৫ ই অক্টোবর দিনটি ‘The International Day of Rural Women’ হিসাবে পালন করে থাকে। ২০১৮ সাল থেকে ভারত সরকারের কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রণালয় কতৃর্ক ঐ একই দিনটিকে ‘National Women's Farmers Day’ হিসাবে উদযাপন করা হয় কৃষিক্ষেত্রে মহিলাদের উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য।

ভারত সরকার কৃষির উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছেন এবং করে চলেছেন। কিন্তু এই সব প্রকল্পপের যতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার বেশিরভাগ সুবিধাটি পুরুষরাই পাচ্ছে। এদিক দিয়ে মহিলারা বঞ্চিত থেকেই যাচ্ছে। গ্রামীণ মহিলা চাষী ও মহিলা শ্রমিকেরা এ সকল প্রকল্পের আওতায় আসছে না। ফলে ধীরে ধীরে কৃষিকাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ হ্রাস পাচ্ছে। ২০০৪-০৫ সালে ভারতে শ্রমশক্তি (labour force) তে মহিলাদের অংশ গ্রহণ ছিল ১২৬.২ মিলিয়ন, সেখানে ২০০৯-১০ সালে তা এসে দাঁড়ায় ১০৬.২ মিলিয়ন। PLFS (Periodic Labour Force Survey) ২০১৭-১৮ -র সার্ভের তথ্য অনুযায়ী মহিলাদের কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণের অনুপাত (Work Participation Rates or WPR) ২৪.৮ শতাংশ থেকে ১৭.৫ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৭ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। এবং ২০২০ (এপ্রিল-জুন) তে, মহিলাদের LFPR (Labour Force Participation Rates) ১৫.৫ শতাংশে ও WPR মাত্র ১২.২ শতাংশ এসে নেমেছে। এই হ্রাসের পিছনে কয়েকটি কারণকে চিহ্নিত করা যেতে পারে—

- ১৫-২৬ বছর বয়সী মহিলাদের সংখ্যা অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে, যারা এই শ্রম বাজারে অন্তর্ভুক্ত নেই। এমন অনেকেই রয়েছেন, যারা নিজেদেরকে এই শ্রম বাজারে অন্তর্ভুক্ত করতে আগ্রহী নন।
- ভারতীয় সমাজে অন্যতম একটি প্রবণতা হলো — যেসকল পরিবারে মহিলারা বাড়ির বাইরে কাজ করে, সেইসব পরিবারের মহিলারা গৃহস্থ কোনো কাজে সাধারণত অংশ গ্রহণ করে না। গ্রামের দরিদ্র মহিলারা সকল প্রকার গৃহস্থ কাজ এবং মাঠের কাজ করে থাকে, কেননা এছাড়া তাদের হাতে অন্য কোনো বিকল্প নেই।
- আরেকটি কারণ হলো— তাদের অমর্যাদা ও অস্বীকৃতি। এত কাজ করা সত্ত্বেও সমাজে তাদের মর্যাদা ও শ্রমের উপযুক্ত স্বীকৃতি দেওয়া হয় না। তাই অনেকেই এই কৃষিক্ষেত্রে আর আগ্রহী দেখাতে চান না।

উপসংহার :

"Wet wood burns in the kindled fire
How much can I work? Nobody cares for it in my parents' home

Wet wood burns in the kindled fire
Women may toil and toil, her work has no value".

এই কাপলেট টি কুড়ি বছর আগে কুসুক সনাওয়ানে গেয়েছিলেন। তিনি মহারাষ্ট্রের পুনে জেলার অন্তর্গত নন্দগাঁও গ্রামের ৭২ বছর বয়সী এক বৃদ্ধ মহিলা চাষী। তিনি আজীবন একজন সক্রিয় কৃষক ছিলেন। উপরের ঐ উল্লেখিত লাইনটি আমাদের এটা মনে করিয়ে দেয় যে — মহিলারা যতই কাজ করুক না কেন, তাদের শ্রমের কোনো মূল্য দেওয়া হয় না।

নারীর আর্থ-সামাজিক ক্ষমতায়নের স্বপ্ন ততক্ষন পর্যন্ত পূরণ হবে না, যতক্ষন না ভারতবর্ষের সর্বশেষ প্রান্তীয় স্তরে বসবাসকারী এই গ্রামীণ মহিলাদের ক্ষমতায়নের আওতায় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। এরা হলো তারাই, যাদের দিন শুরু হয় সূর্যোদয়ের পূর্বেই এবং শেষ হয় সূর্যাস্তের পশ্চাতে। এরাই হল ভারতের নারী শ্রমিক, নারী কৃষক। লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্য ভারতবর্ষের, এই সকল মহিলাদের আর্তনাদ সরকারের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না। এই মহিলারাই পুরুষতান্ত্রিক নির্মিত সমাজে নিজেদের পরিচিতি তুলে ধরতে এবং তা প্রতিষ্ঠা করতে সংগ্রামরত। এই মহিলারা কখনো মা, কখনো বোন, কখনো বা মেয়ে, আবার কখনো বা স্ত্রী হিসাবে সর্বক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা পালন করে চলেছে। ভারতবর্ষের কৃষিক্ষেত্রে প্রায় সব ধরনের কাজগুলি করে থাকেন এই মহিলা কৃষকরা। কিন্তু তা সত্ত্বেও একটি বিরাট সংখ্যক মহিলা ভারতীয় সমাজ সাংস্কৃতিক পশ্চাদপটে ‘invisible contributors’ হিসাবে রয়েই গিয়েছে। আর দিনের পর দিন এই অদৃশ্যমান অবদানকারীর সংখ্যা ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ভারতের প্রায় আশি শতাংশ অর্থনৈতিক ভাবে সক্রিয় মহিলা কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত। ভারতের কৃষির ভীতআরও মজবুত করতে হলে গ্রামীণ মহিলাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। যখন এই সকল মহিলারা সুযোগ ও পছন্দের সাথে তাদের নিজ ক্যারিয়ার গড়তে পারবে, নিজেকে ক্ষমতায়ন করতে পারবে, নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে পারবে, সমাজ যখন উদারনৈতিকতায় পরিণত হবে— তখনই ভারতের অর্থনীতি উচ্চহারে সম্মুখে ধাবিত হবে। আর তখনই বাস্তবে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে এবং ভবিষ্যত প্রজন্মের মহিলারাও আরো সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করবে। এটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে যে, মহিলারাই হলো যেকোনো উন্নত সমাজের মেরুদন্ড (Women are the backbones of any developed society)।

তথ্যসূত্র :

1. Behera and Behera (2013). "Gender issue: The role of Women in Agriculture Sector in India". International Journal of Marketing, Financial Service and Management Research, Vol-2, No-9, , Sep 15 ISSN : 2277-3622
2. Cheryl, Doss and SOFA Team (2011, March). "The role of Women in Agriculture". Agricultural Development Economics Division, The FAO, (www.fao.org/economic/esa),
3. Kyade and Kyade (2016). "Indian Women in Agriculture". International Academic Journal of Economics, Vol-3, No-2, pp- 1-8, ISSN: 2454-2474
4. Mohan, Varsha (2020). "Women - The Unsung Warriors of Indian Agriculture". Dhanuka Agritech Limited,
5. Naikar, Namita and PARI GSP Team (2021, March). "What is the Worth of a Women's Endless Work?". (ruralindiaonline.org)
6. Oxfam India (2018, Nov 15). "Move Over 'Sons of the Soil': Why you need to know the female farmers that are revolutioning agriculture in India". Nov 15
7. Saxena, N.C.(2012). "Women, Land and Agriculture in rural India". UN Women, South Asia Sub Regional Office. , (www.unwomensouthasia.org)
8. Srivastava and Srivastava (2017). "Role of Women in Indian Agriculture- Issues and Challenges". Journal of Agroecology and Natural Resource Management, Vol-4, Issue- 1, Jan- March, eISSN: 2394-0794
9. https://rkvy.nic.in/
10. https://www.nfsm.gov.in/
11. http://www.nhb.gov.in/
12. http://www.mospi.gov.in/
13. http://164.100.133.77/Other_IWDP.aspx
14. http://www.fao.org/india/fao-in-india/india-at-a-glance/en/